মিলি ও মালতী

বিজয়কুমার ব্যানার্জী

প্রকাশ করিয়াছেন

শ্রীরঘুনাথ প্রসাদ সিংহানিয়া

ছাপিয়াছেন

শ্রীভগবতী প্রসাদ সিংহ

ছাপাখানা :

নিউ রাজস্থান প্রেস

৭৩, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট

কলিকাতা

দাম একটাকা

বৈশাখ, ১৩৪১

মিলি ও মালতী

প্রথম দৃশ্য

[গরুর গাড়ীর চলার শব্দ। গাড়োয়ান 'হেই হেই, ডাইনে ডাইনে' ইত্যাদি শব্দ করিতেছে। গাড়ীর আরোহী সুধীর ও যদু]

সুধীর—আচ্ছা যদুদা, মালতীর বয়স এখন উনিশ হবে না ?

যদু—তাতো নিশ্চয় হবে, আর কি সুন্দর দেখতে হয়েছে জানো ? মৃণাল ফুলের মত…আর সাপের মত কালো বেণী !

সুধীর—মৃণাল কখনো ফুল হয় না কি ?

যদু—সহরে এক রকম ফুল ফোটে, তার নাম মৃণাল। মিঃ মুখার্জীর বাড়ীর সামনে এই রকম অসংখ্য ফুল গাছ আছে।

সুধীর—মিঃ মুখার্জীটি কে ?

যদু—এও জানো না ছাই ! হরিচরণ বাবুকে যে কলকাতায় সবাই এইচ্ সি মুখার্জী ব'লে জানে, আর মালতীকে সবাই বলে মিস্ মিলি মুখার্জী।

সুধীর—তা হলে মালু হয়েছে মিস্ মিলি ! সেই আমাদের গ্রামের ছোট্ট খুকী মালতী ! আচ্ছা যদুদা, মালু কি ভুলে গেছে সেই মারগুলি, সেই যে আমি খুউব মারতুম, কিন্তু আমি ওকে ভালোবাসতুমও তো !

যদু—আর হয়তো সে ভুলেনি ;. কিন্তু তোমাকে তার ভুলবার সম্ভাবনা আছে। জানো, কতো বিলেত ফেরত—কতো বড় বড় লোক মালতীকে বিয়ে করতে চায়, ওর সঙ্গে মেশে—আর তুমি! তুমিতো গ্রাম থেকে শহরে যাচ্ছ এই প্রথম।

সুধীর—কিন্তু, বাবা বলছিলেন, হরিচরণবাবু তাঁর বাল্যবন্ধু। আমি আর মালু যখন খুউব ছোট ছিলাম, তখন থেকেই তাঁরা আমাদের বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করেছিলেন। হরিচরণ বাবু বাবাকে চিঠি লিখেছেন, তাইত আমি যাচ্ছি ওদের সঙ্গে নূতন করে পরিচিত হব বলে। জান তো হরিচরণবাবু চান এখন থেকেই আমি তাঁর ব্যবসা দেখব, কাজ শিখব। তারপর মালতী আর তার বাবার সম্পত্তি—তুইই পাক্কা বন্দোবস্ত! যদুদা, কিছু খবর তো তুমি রাখো না!

যদু—সে বন্দোবস্ত তো তোমার বাবা আর হরিচরণ বাবুর মধ্যে, কিন্তু মালতী আজকালকার মেয়ে, তার স্বাধীন ইচ্ছা আছে—হরিবাবু মেয়ের অধিকারে হাত দেবেন না, এ আমি জানি। বাবার একমাত্র সন্তান, আদর পেয়েই তো মেয়ে অতোটা আপ্-টু-ডেট্ হয়ে উঠেছেন। তা ছাড়া বলো, তুমিই বা ওর পর্য্যায়ে দাঁড়াবে কোন সাহসে! রাগ করো না, সুধীর! আমি জানি মেয়েটা ভারি দেমাকে। তোমাদের কাজে ওদের বাসায় কতো দিনই তো গিয়েছি। আমাকে মোটেই আমল দিত না। স্যুট্ প'রে কে একটা জি ডি শর্ম্মা

আসে, টেনিস্-র‍্যাকেট হাতে—ওই ওর সর্বেসর্বা। জানো তুমি টেনিস্ খেলা ?

[ইহাদের কথার পশ্চাদ্‌পটে গাড়োয়ানের আওয়াজ—
গরুর গাড়ীর চাকার শব্দ। শেষের দিকে গাড়োয়ান
একটা গানের সুর ভাঁজিতেছিল]

সুধীর—তুমি জানো না যদুদা, মালতীরা যেদিন গ্রাম থেকে চলে যায়, সেদিন মালতীর কি কান্না! (মানে, চিৎকার করে নয় তা বলে) ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদছিল - আমিও কাঁদছিলাম···জানো—সে চুপি চুপি কি বলেছিল, বলেছিল, সুধীরদা তুমি আসবে—তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করব। অপেক্ষা করব—সে ব'লেছিল, বুঝলে! তখন তার বয়স ছিল তেরো—আমি যদি এতোদিন তার প্রতীক্ষা করে থাকতে পারি, তবে কেন সে পারবে না—কেন সে পারবে না, যদুদা ?

[গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান উচ্চ কণ্ঠে গাহিয়া উঠিল]

আকাশ ভইরা চাঁদ উইঠাছে
জোস্না ঝইরা পড়ে।
রখিম চাচার মাইয়ার লাইগা
মনডা কেমন করে।

পথ যেখানে হইছেরে শেষ
বরুণ বিলের কাছে,
সেইখানেতেই বন্ধু আমার
কুটীর বাঁধিয়াছে।
চাচার ঘরে থাকে সোনাই,
নাক্‌ছাবি তার নাকে;
সোনা পোকার পাখা দিয়া
কপালে টিপ আঁকে।
কালো চুলে বাইন্ধা খোঁপা,
শাড়ি আইটা গায়,
হাতে পইরা রূপার পৈঁছি,
মল পইরা দুই পায়,
আপন মনে বইসা থাকে
বুঝি আমার তরে।
হেথায় আমার গরুর গাড়ীর
চাকা বাঁধে কাদায়।
পূনিমা চাঁদ হোথায় ওঠে
আসমানে ঐ মাথায়।
দূর হেট্ হেট্ চলে না বইল,
দিল্ যে ছোটে মোর।

বন্ধুয়া বাড়ী এখান থেকে
আরো অনেক দূর।

কে জানে হায় পৌঁছুম কিনা
পরাণ বন্ধুর ঘরে।

[গান থামিল]

সুধীর— সকাল বেলায় ন'টার সময় আকাশে চাঁদ ওঠে কখনো ?

যদু—ওঠে হে ওঠে, পৃথিবীর আকাশে না হোক মনের আকাশে কখনো কখনো।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[গাড়ী আসিবার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ষ্টেসন্ প্লাট্‌ফর্মের কোলাহল]

যদু—আমরা ঠিক সময়ে এসে পৌঁচেছি ; গাড়ী এই এসে পড়ল বলে। তুমি একটা ভাল কম্পার্টমেণ্ট দেখে উঠো, যাতে আরাম করে যেতে পারো। মালের মধ্যেতো এই ছোট্ট টিনের স্যুট্‌কেসটা।

সুধীর—সব ঠিক হয়ে যাবেখন্‌—তুমি কিচ্ছু ভেবো না। বাবাকে ব'লো, খামকা আর তোমাকে নিয়ে গেলুম না, পথ চিনে আমি ঠিক যেতে পারব ; এতো বোকা আমি নই।

[শব্দ করিতে করিতে প্ল্যাট্‌ফর্মে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। 'পান বিড়ি সিগরেট' ও অন্যান্য ধ্বনি। প্ল্যাট্‌ফর্মের স্বাভাবিক কোলাহল]

যদু—সামনের গাড়ীতে উঠে পড় সুধীর। গাড়ী এক্ষুনি ছেড়ে দেবে।

সুধীর—ভারী ভিড় ভাই! আমি আগের দিকে যাব, একটু শুয়ে ব'সে যেতে হবে তো। আচ্ছা নমস্কার! (দৌড়ের শব্দ)

[কয়েক মুহূর্ত পরে গাড়ী ছাড়িয়া দিবার ঘণ্টা পড়িল। গার্ড বাঁশী বাজাইল—ইঞ্জিন্ হুইসল দিল। ধীরে ধীরে গাড়ী চলিতে লাগিল। গাড়ী চলার শব্দ]

যদু—[চিৎকার করিয়া] উঠে পড়, উঠে পড, শীগ্গির উঠে পড়।

[নব দৃশ্যপট। সীমা, সুভদ্রা, সুধীর। পশ্চাদপটে চলমান গাড়ীর শব্দ বাড়িতে লাগিল]

সুভদ্রা—মেয়েদের গাড়ী দেখতে পাচ্ছেন না মশাই, আপনি উঠতে পারবেন না!

সুধীর—কিন্তু গাড়ী যে ছেড়ে দিয়েছে—এখন আমি নামি কি ক'রে?

সীমা—সত্যি, উনি নামবেন কি ক'রে এখন—আসুন ভিতরে

সুধীর—দয়া ক'রে দরজাটা খুলে দিন না।

সুভদ্রা—দরজা খুলতে পারবে না সীমা, ব'লে দিচ্ছি! তোমার যদি লজ্জা না থাকে, আমার তো আছে!

সুধীর—দয়া করে আমার স্যুট্‌কেসটা ধরুন; আমি নিজেই খুলে নিচ্ছি। বেশ, বেশ, ধন্যবাদ! কি বলছিলেন আপনি, লজ্জা? আপনাকে আমি লজ্জাটা দিলুম কোথায় বলুন তো?

সুভদ্রা—লজ্জা নয়! মেয়েদের গাড়ীতে উঠতে আপনার লজ্জা করে না? আবার গ্যাট্ হয়ে বসা হচ্ছে!

সুধীর—লজ্জাটা তো ঠিক আমার করে পাওয়া উচিত হবে না, আপনার পাশের ঐ সুন্দরী মেয়েটির কিঞ্চিৎ লজ্জা পাওয়া উচিত। তরুণী কি না? আচ্ছা, আপনার বয়স ওর ডবল হবে না?

সুভদ্রা—হলোই বা ডবল! তাতে তোমার কি? ইয়ারকি মারবার আর জায়গা পাও না!

সীমা—আঃ কি বলছ সুভদ্রা দি. উনি কি নীচ ভাবছেন বলো তো?

সুভদ্রা—নীচ ভাবছেন! বড় দরদ দেখাচ্ছো দেখি, অতো যদি দরদ দেখাতে হয়, একলা গাড়ীতে ডেকে আনলেই পারতে! তোমার বলে দিচ্ছি বাপু, সামনের ষ্টেসনে নেমে যাবে. নইলে পুলিস ডাকবো।

সুধীর—পুলিস আর ডাকতে হবে না, আমি এমনিই ভয় পেয়ে গেছি। ভালো কথা, আপনারা যাবেন কোথায়? কি নাম বললেন আপনার—সীমা? বেশ নামটি—আপনারা কি কলকাতায় থাকেন?

সীমা—হ্যাঁ, কলকাতায় থাকি, আমরা উড্‌বর্ণ হাসপাতালের নার্স।

সুভদ্রা—আবার ঠিকানা দেওয়া হচ্ছে! দাঁড়াও, আমি মেট্রনের কাছে নালিশ করব।

সীমা—তা তুমি দয়া করে করবে। তিনি তোমাকে ভালোমতই জানেন। (সুধীরকে) আপনি কোথায় যাবেন?

সুধীর—আমি যাব পার্ক সার্কাস; হরিচরণ—মিঃ এইচ্ সি মুখার্জীর বাড়ি।

সীমা—ওঃ আই সি ! মনে থাকবে তো আপনার উডবর্ণ হাসপাতাল। আমার নাম সীমা রায়—মিস্ রায় ব'লে বড় ডাক্তার থেকে ফার্ষ্ট ইয়ারের ছেলেগুলো, সবাই আমার নাম জানে।

সুভদ্রা—তা জানবে না !

সীমা—[রাগিয়া] জানবেই তো ! আমার বয়েস আছে, রূপ আছে, গ্ল্যামার্ আছে। কি বলেন ? ওঃ আপনার নামটা জিজ্ঞেস করা হয়নি এখনও।

সুধীর—সুধীর গাঙ্গুলী—মিঃ এস্ গাঙ্গুলী বলে মনে রাখতে পারেন।

সুভদ্রা--মনে রাখা আমি বা'র ক'রে দেব; গাড়ী সামনের ষ্টেসনে থামুক আগে।

সুধীর কিচ্ছু আপনার বা'র করতে হবে না সুভদ্রা দেবী (আপনার নাম বিশালা দেবী হওয়া উচিত ছিল) [সীমাকে] আপনার সঙ্গে কলকাতায় দেখা করব উডবর্ণ হাসপাতালে, মিস্ গ্ল্যামারাস্ সীমা রায় !

[এই সমস্ত কথাবার্ত্তার পিছনে চলমান গাড়ীর শব্দ শুনা যাইতেছে]

তৃতীয় দৃশ্য

[গ্রামোফোনের রেকর্ডে বাজনা বাজিতেছে। তাহারই তালে তালে মিস্ মিলি মুখার্জী নাচিতেছে ও গাহিতেছে।]

আজিকে আকুল হল মনের কথা,
চরণে চপল তাই চঞ্চলতা।
নৃত্যরাগে মম চিত্ত জাগে,
নূপুর রুনুঝুনু বাজিতে থাকে,
মুখরিতা ঝর্ণা যে উপলহতা।
দেহলতা কম্পিত ছন্দে,
বাতাস উতলা মধু-গন্ধে;
রজনী-গন্ধা চুলে তার,
সর্পিল বেণী দোলে তার,
ঊর্মিসম দোলে বসনাঞ্চল—
রূপসী উর্বশী যে নৃত্যরতা।

[গান থামিয়া আসিতেই]

দারোয়ান—মিসি বাবা, বাহার মে এক আদমী আয়া হায়;
বোলতা হায় কি আপকে মুলুক্-ওয়ালা। হাম উস্ সে

বোলা কি ধীর নোকরী হ'য়—বোলতা হায়, মালুতি সে মোলাকাৎ করুঙ্গা—ফেন্ বোলে, ইধারই রহ্ যাউঙ্গা—মালুতি কোন্ হায়, মিসি বাবা?

মিলি—বুঝতে পেরেছি, সুধীদা—তাকে নিয়ে—তাকে নিয়ে এলে না কেন, বোকা কোথাকার! চল নীচে···কতক্ষণ এসেছে সে?

দ্বারোয়ান—করিব্ পন্ব মিনিট্ হোগা; হম্ সমঝ্তা কি, ওহ্ দেহাৎ কি আদমী হায়।

মিলি—দেহাৎ কি আদমী তো আলবৎ হায়! চল দেখি নীচে, আহাম্মক চন্দ্র! এই যে আপনি, তুমি, সুধীদা!

সুধীর—তাই তো মনে হচ্ছে। তোমাদের দ্বারোয়ান আমাকে ঢুকতেই দিচ্ছিল না; এর পেছনে পেছনে পালিয়ে এসেছি।

মিলি—(হাসিয়া) তা কি করে ঢুকতে দেবে, বল! আমার সঙ্গে যারা দেখা করতে আসেন, তাঁরা তো তোমার মত অদ্ভুত পোশাকে আসেন না। যাক গে, যাও হে চন্দ্র সিং, এসো ভিতরে এসো, বোস!

সুধীর—তুমি এতক্ষণ গান গাইছিলে আর নাচছিলে না? তোমার সব বাজিয়েরা কোথায় গেল? আরব্য উপন্যাসের গল্পের ঘটনার মতো সব উধাও হয়ে গেল না কি?

মিলি—ও হো সুধীদা, এ'ও বুঝি জানো না! গ্রামোফোন্ রেকর্ডে বাজনা বাজ্ছিল—তারই সাথে সুর মিলিয়ে আমি গাই-

ছিলাম আর নাচ্ছিলাম, আমার গান তোমার কেমন লাগ্ছিল ?

সুধীর—বেশ লাগ্ছিল ···তোমার বাবা কোথায় ?

মিলি—তিনি মফস্বলে গেছেন ; আসবেন পরশু দিন।

সুধীর—তা হলে বাড়ীতে তুমি একা ?

মিলি—ঠিক একা নয়। অনেক বন্ধুবান্ধবী আসেন। মিঃ শর্মা—ভদ্রলোক মাদ্রাজী, বড় একাউন্টান্ট্, তারপর অমিয়কুমার আছেন, তিনি আমাকে নাচ শেখান, তারপর মিঃ সেন মিঃ ইশাখআলি, মিস্ ভগবান দাস, আরো অনেকে - বাবা তো থাকেন নিজের মনে ; ক্লাবে, খেলায় আর পার্টিতে আমার দিনগুলো মন্দ কেটে যায় না।

সুধীর—তা হলে বেশ আছো ?

মিলি—বেশ তো নিশ্চয় আছি। তোমাকেও কিন্তু বেশ থাকতে হবে সুধীদা ! আমি সবাইকে তোমার কথা বলেছি, বলেছি, সুধীদাকে দেখতে বেশ সুন্দর—কিন্তু সুধীদা, তুমি কিছু ষ্টাইল জানো না, তোমার রীতিমত আপটু-ডেট্ হওয়া উচিত কিন্তু···

সুধীর—কেন আপটুডেট্ হতে যাব ?

মিলি—তা না হলে সবাই কি বলবে ?

সুধীর—তাতে আমার কি আসবে যাবে ? তোমার সেন আর শর্মার মন্তব্যে আমার কিছু আসবে যাবে না।

মিলি—তা হোলে ওরা তোমাকে বলবে গেঁয়ো, তাতে আমাকে কতো লজ্জা পেতে হবে জানো ?

সুধীর—আমায় নিয়ে তোমার যদি লজ্জা পেতেই হয়, আমি এক্ষুনি চলে যেতে রাজি আছি।

মিলি—তুমি ঠিক তেমনটিই আছ সুধীদা, একটুকুতেই রাগ হয়ে যায় ! ওঃ দেশে থাকতে আমার কি মারটাই না মারতে ! তখন তুমি আমার গুরুমশাই ছিলে আর কি।

সুধীর—এখন তুমি হ'তে চাচ্ছ আমার গুরুমশায় ! মাপ করবে, সে টি হচ্ছে না। আমি চলব ঠিক আমার মতোই।

[মিঃ শর্মার প্রবেশ]

শর্মা—গুড্ আফটারনুন্ মিস্ মুখার্জি, সো ইয়ো রেডি ?

মিলি—নট্ ইয়েট্, দিস্ ম্যান্ ইজ ফ্রম্ মাই ভিলেজ্।

শর্মা—আই সি। এণ্ড্ হি ইজ গীভ্ন্ এন্ট্রেন্স্ ইন্ ইয়োর প্রাইভেট্ রুম্ টুও ! ইস দিস্ ফেলো গোয়িং টু কিল দিস ফাইন্ আফটারনুন্ ? নট গোয়িং টু টেনিস্ ?

মিলি—অফ্‌কোর্স গোয়িং। সুধীদা তুমি বোসো, আমি ঝিকে ব'লে দিচ্ছি তোমার সকল বন্দোবস্ত করে দিতে। কিচ্ছু মনে কোরো না লক্ষ্মীটি ! সকাল থেকেই এন্‌গেজমেন্ট ছিল কি না ! এসে তোমার কথা শুনব ; একটু রাত হ'য়ে যাবে অবশ্য।

সুধীর—মালা, আমি আজই চ'লে যাব।

মিলি—কেন যাবে তুমি? তোমাকে এখানে বাবা এনেছেন থাকবার জন্য। তাঁর সঙ্গে দেখা না ক'রে যাওয়া কি উচিত হবে?

সুধীর—বেশ, তোমার বাবার সঙ্গে দেখা ক'রেই যাবো।

শর্মা—হোয়াট্ দিস্ ক্লাউনিশ্ জেণ্টলম্যান্ ইন্ ফ্যান্সি ড্রেস্ ওয়জ গ্রম্‌ব্লিং য়্যাট্?

মিলি—হি আস্‌ক্‌স্, হু ইন্ দিস্ ডাক মঙ্কি ইন্ ক্লম্‌জি ইউরোপিয়ন স্যুট্? ইয়ো নো, দিস্ ভিলেজার্স্ আর জিলস্ অব্ এভ্রি থিং।

[শর্মা গৌরবের সহিত অট্টহাস্য করিল।]

সুধীর—আমার নামে জলজ্যান্ত মিথ্যে কথাটা বল্লে?

মিলি—বলতে হয় সুধীদা, এও একটা ষ্টাইল। লেট্ আস্ গো, মিঃ শর্মা!

চতুর্থ দৃশ্য

সুধীর—আচ্ছা মনোহর, তুমি তো য্যাদ্দিন মোটার ড্রাইভারী করছ, দেখছ তো সবই। তোমার দিদিমণি যে প্রত্যেক দিন টেনিস্ খেলতে যান, ও খেলার নিয়ম কানুন কিছু জানো ?

মনোহর—খুউব জানি, আমিইতো দিদিমণিকে বলতে গেলে খেলা শিখিয়েছি। টেনিস্ খেলা কিচ্ছু নয় দাদা বাবু! কোর্টের মধ্যে গায়ে বল লাগাতেই পারলেই হলো। সাং করে নেটের গা ছুঁয়ে বল চলে যাবে। চেপে মারতে পারলেই হোলো। বস্ পয়েন্ট্!

সুধীর—তবে ঐ যে স্কোর্, সেট্, ডবল গেম্, ফিফটিন, থার্টি ফর্টি, ও সব ?

মনোহর—ও সব কিচ্ছু নয়, কতগুলি ইংরেজী বুলি। আসল কথা হচ্ছে চেপে মারা, আর রিটার্ণ বল মাটিতে পড়লেই ব্রেক্ মেরে দেওয়া। তা আপনাকে আমি শিখিয়ে দেবখন··· আপনার তো ঠিক টেনিস্ খেলোয়াড়ের মত চেহারা।

সুধীর—বেশ তোমার কাছেই শিখব, কিন্তু সাবধান, তোমার দিদিমণি যেন জানে না যে তোমাকে এ সম্বন্ধে আমি কিছু জিজ্ঞেস করেছি।

মনোহর—না না, তিনি কি করে জানবেন।

[মিলির প্রবেশ]

মিলি—এই যে সুধীদা, এইখানে। তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছি। চলো উপরে যাই। মনোহর, গাড়ীখানা রেডি রেখো, বিকেলে মিঃ শর্মার সাথে বা'র হতে হবে।

মনোহর—আচ্ছা দিদিমণি। [প্রস্থান]

সুধীর—তোমার পক্ষে সবচেয়ে ভাল হতো আমাকে বিরক্ত না করা। আমাকে অনুগ্রহ করে একা থাকতে দিতে পার না কি ?

মিলি—সে টা সম্ভবপর নয়। আমার পক্ষে একা থাকা খুবই মুশ্কিল।

সুধীর—কেন ? সেন আর শর্মা কোম্পানীই তো আছে ; টেনিস খেলা আছে, ক্লাব আছে, পার্টি আছে…ভারী তো এক টেনিস্ খেলা, তার অতো বড়াই !

মিলি—কেন টেনিস্ খেলা কি তুমি জানো ? বলো ইন্টিকেট খেলা ; এ শিখতে হলে কদের জন্ম শহরে থাকতে হয়।

সুধীর—সে আমার জানা আছে। আজকাল গ্রামেতে স্কুলের ছেলেরা পর্য্যন্ত টেনিস্ খেলে। স্কুল-লাইফে কতো খেলেছি। থাক্গে, তোমার সঙ্গে তর্কের দরকার নেই · মিঃ শর্মার জন্যে প্রস্তুত হওগে, যাও !

মিলি—বারে বারে মিঃ শর্মার নামে অতো খোঁটা দাও কেন

বলতো ? তিনি একজন বিলেত-ফেরত বড় অফিসার, ইংরেজী ওদের পারিবারিক ভাষা ; ওর সঙ্গে তোমার তুলনা হয় ? বললেই তো রাগ করবে ; সে দিন তোমাকে পার্টিতে নিয়ে গেলুম অতো করে ; তুমি সেখানে কি বিতি-কিচ্ছি কাণ্ডটাই না করলে ; উড্‌বর্ণ হসপিটালের সেই নার্স টা এসেছিল—হোক্‌না সে সুন্দরী - ডাক্তার রক্ষিতের সঙ্গে এসেছিল বলেইতো পার্টিতে সে স্থান পেয়েছিল··· তার দিকে চেয়ে যেন দিগ্‌বিদিক হারিয়ে ফেল্লে ; দিলে সব চা ঢেলে মিঃ শর্মার মাথার উপর ; কী বিশ্রী ব্যাপার ! তবু তিনি তোমাকে কিচ্ছু বলেননি।

সুধীর—কি আর বলবেন তিনি ; এই মাসল দেখছো তো ? আর ঘুঁষি ! শর্মা সাহেব সাহস পেলে তো ! সোজা কথা আমি তাকে ঘৃণা করি। তোমাদের ইংরেজী ভাষায় বলতে পারি, আই সিমপ্লি হেট্ হিম্।

মিলি—কেন তুমি তাকে ঘৃণা করবে ; সেতো তোমার কিছু করেনি ?

সুধীর—নিশ্চয় করেছে ! মালতী, তুমি কি তা বুঝতে পার না, তুমি জান না মালতী···ও কি ! বিস্মিত হয়ে যে বড় মুখের পানে তাকাচ্ছ ?··· তা হবে হয়তো, শহরের আবহাওয়ায় মনও পরিবর্ত্তন হয়ে যায় ; কিন্তু একদিন তুমি আমায় বলেছিলে, তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করবে।

মিলি—তখন আমি ছোট ছিলাম ; কিন্তু সুধীদা, সে মালতীর

এখন সত্যিই খুব পরিবর্তন হয়ে গেছে। মালতী সুধীদার মধ্যেও পরিবর্তন দেখতে চেয়েছিল, কিন্তু সে পরিবর্তন আসেনি। একটা গাধা রুচিবিহীন লোককে মালতী ভালবাসতে পারে কিন্তু বিয়ে করতে পারবে না একথা তোমার ও আমার বাবার ভেবে দেখা উচিত ছিল।

সুধীর— ভালবাসতেও না?

মিলি -না না, যতদিন না তার পরিবর্তন হয়…

সুধীর- ও কি, মালতী! চলে যাচ্ছ কেন? দাঁড়াও! (হাত ধরিল)

মালতী—না সুধীদা হাত ছেড়ে দাও।

সুধীর -একি কাঁদছ? এ কাঁদার কোনো মানে হয় না, মিস মিলি মুখার্জী; সুধীর গাঙ্গুলী অভিনয় কি, তা বুঝতে পারে।

পঞ্চম দৃশ্য

দুই একবার মোটারের ভেপু শোনা গেল দৃশ্য স্থান হইতে। দো-তলার ঘর হইতে গান ভাসিয়া আসিতেছে। মালতী গাহিতেছে।

সুন্দর মম, তোমার আমার মাঝে
কে যে বেদনার ব্যবধান রচিয়াছে।
কেন বারেবারে সুর হয় ভুল,
কেন ঝরে যায় অবেলার ফুল,
আমার বাসনা কেন বারেবার
ফিরে আসে ধীরে লাজে।
কোথাও যেন বা জেগে থাকে ভয়,
কোথাও রয়েছে ভীরু সংশয়,
কেন ক্ষণে ক্ষণে মানি পরাজয়
সঁপিয় তোমার কাছে।
মোর অভিমান ভেঙে ভেঙে যায়;
ব্যাকুল হৃদয় তব পানে চায়,
আমার হৃদয় তোমার প্রেমের
মধুর পরশ যাচে।

[গান থামিয়া গেল]

সুধীর—তোমার দিদিমণি মন্দ গায় না, মনোহর! থাকগে সে

কথা। দেব এবার ষ্টার্ট, রাস্তায় কেউ নেই ছুপুর বেলায়, কি বল, দিই না চালিয়ে?

মনোহর—তা আপনি দিতে পারেন, দাদাবাবু! তবে হিল্‌ম্যান্ প্রাইভেট্ কার গুলোর মেসিনারী কিছুটা গোলমেলে কি না; আমি সঙ্গে না থাক্‌লে অসুবিধা হ'তে পারে; তা ছাড়া আপনার তো লাইসেন্স্ নেই।

সুধীর—রেখে দাও তোমার লাইসেন্স্! তোমার মামার অতো বড় ফোর্ডের লরিটা দিলাম কেমন চালিয়ে!

মনোহর—তাতো দেখেছিই কর্ত্তা···লরিটা দিয়েই তো আপনাকে গাড়ী চালানো শিখালাম। কিন্তু, দিদিমণির এই গাড়ীটা-তো কখনো চালান্ নি।

সুধীর—রেখে দাও তোমার দিদিমণি। তোমার দিদিমণি আর গোবর্ধন শর্ম্মা ছাড়া যেন কেউ আর গাড়ী চালাতে পারে না। (সুধীর গাড়ীর হর্ণ বাজাইয়া দিল)

[দোতলার ব্যালকনি হইতে মালতীর দূরাগত প্রশ্ন]

—কে মনোহর, গাড়ীর মধ্যে কে?

মনোহর—আমাদের গাঙ্গুলীবাবু, মালতী দি!

সুধীর—ইট্ ইজ্ মিষ্টার সুধীর গাঙ্গুলী স্পিকিং, মিস মুখার্জী!

মালতী—ও হো সুধীদা! তুমি ছোট ছেলের মত গাড়ীর হর্ণ বাজাচ্ছ···একেবারে ছেলে মানুষ!

সুধীর—মোটেই নয়—সুধীর গাঙ্গুলী অনেক মোটর চালিয়েছে।

(মোটরে ষ্টার্ট দিল)

মালতী—একি সত্যিই যে ষ্টার্ট দিলে, কিন্তু কবে শিখলে তুমি গাড়ী চালাতে ?

সুধীর—সেইটে জি ডি শর্মাকে জিজ্ঞেস করো প্লিজ্ —গুড্ বাই !

[গাড়ী ছাড়িয়া দিল]

মালতী—ও সুধীদা—দাঁড়াও আমি আসছি। দাঁড়াও না !

সুধীর—নেবার সময় নেই। আমার একটা এনগেজমেন্ট আছে—বাই !

[গাড়ীর শব্দ থামিয়া আসিল]

২য় দৃশ্য

[ঢং ঢং করিয়া নয়টা বাজিয়া গেল। মালতী ফোনে কথা বলিতেছে।]

মালতী—এটি কি ডিপাড়া থানা?…আমার…আমার একজন আত্মীয় দুপুর বেলায় একখানা হিলম্যান্ গাড়ী নিয়ে বেরিয়েপড়েছিলেন…নম্বর হচ্ছে 5736 বিএল্ এ…বয়েস জিজ্ঞেস করছেন? তা পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়েস হবে। লম্বা সুন্দর চেহারা…হাঁ হাঁ এবং ক্রমজি ভাবে সাহেবী পোশাক পরা…না, তিনি এখনও ফেরেননি,…তা হলে আপনাকে জিজ্ঞেস করা হোলো কেন?…ফিরবেন আপনি কি করে জানলেন…আপনি খবর পেয়েছেন? …খবর পান নি তবে?……স্ফূর্তি টুর্তি করে ফিরবেন, মানে? আপনি ইয়ার্কি পেয়েছেন?…কি বলছেন? …আমি তার স্ত্রী হই বা না হই, সকল স্ত্রীরাই স্বামীর বিলম্বের জন্য রেগে ওঠে কি না ওঠে, একটা পুলিসের লোকের কাছ থেকে সে তথ্য আমি শুনতে চাইনি। ড্যাম্‌ন্ ইউ!………মেডিকেল কলেজ মিস্, প্লিজ, এমারজেন্সি হস্‌পিটাল্…আপনারা কি সুধীর গাঙ্গুলী নামে মোটর য়্যাক্সিডেন্টে আহত একজন ভদ্রলোককে ভরতি করেছেন দুপুর তিনটে থেকে রাত ন'টার

মধো। হাঁ হাঁ মোটর য়্যাক্সিডেন্ট্। হাঁ হাস্পাতাল···কি বল্‌ছেন! তিনি মারা গেছেন? মারা গেছেন! না না সে কক্ষনো হতে পারে না! সুধীদা মরতে পারে না আমাকে ছেড়ে···বাবাগো কি হবেগো! ও মানোহর! হ্যালো! হ্যালো! ডিস্‌কনেক্ট্ করেছে···ওঃ! ইয়েস প্লিজ্, ডোন্ট্ বি ন্যার্ভাস, মিস! আই ওয়ান্ট্ মেডিকেল কলেজ···ওঃ আই সি! হাঁ, আমিই রিঙ করেছিলাম··· ও কি বল্‌ছেন? ওটা য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বুড়ো মাতাল. মোটর চাপা প'ড়ে মরেছে? থ্যাঙ্ক্‌স্ গড্···নো সরি! সি এ 6[illegible] প্লিজ্···আপনি কি উড্‌বার্ণ হাসপাতাল থেকে বলছেন?···আমি একজন লোক সম্বন্ধে জানতে চাই···সুধীর গাঙ্গুলী নামে একজন ভদ্রলোক···হাঁ লম্বা, স্বাস্থ্যবান···হাঁ, হাঁ ও রকমই বয়েস···ধন্যবাদ আপনাকে ···অঃ আই সি! ইন্‌জুরি খুব সামান্য···গাড়ীটা একদম অকেজো হ'য়ে পড়েছে বলছেন···ওঃ···যাক্‌গে গাড়ী জাহান্নমে; উনি বেঁচে গেছেন, এই যথেষ্ট···হাঁ হাঁ নিশ্চয় আমি এক্ষুনি আসছি, ধন্যবাদ!

সপ্তম দৃশ্য

সুধীর—আমি যুগযুগান্ত ধ'রে এই রকম য়্যাক্সিডেন্ট্ করতে রাজী থাকতুম, যদি জান্তুম, যদি জানতুম তোমার সাথে এমনি করেই পুনরায় দেখা হবে। য়্যাক্সিডেন্ট্! উড্বার্ণ হাসপাতাল! নার্স সীমা রায়! ওঃ কী আশ্চর্যজনক ভাবে মিলে গেছে! আমি অদৃষ্টে বিশ্বাস করি, সীমা! অথচ গাড়ীতে ঠিকানা দিয়েছিলে, সেদিন পার্টিতেও দেখলুম··· কিন্তু তবু···

সীমা—আপনি চুপ করুন। হাঁ কি বলে, আপনার নাম তো ভুলে গেছি।

সুধীর—সুধীর, এস্ গাঙ্গুলী···

সীমা—হাা এস্ গাঙ্গুলী বাবু, আপনি কথা কইবেন না; হয়তো কেউ শুনে ফেলবে। হাঁ ছাড়া···

সুধীর—তা ছাড়া আবার কি, তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই। আই হেট্ মিলি মুখার্জী সো মাচ্!

সীমা—মিলি মুখার্জী কে?

সুধীর—ওঃ বলো না···হাট্ সিলি উড্বি মিসেস্ শর্মা! তুমি কি মনে কর, শর্মা মাদ্রাজী বলে আমার চেয়ে বেশী ইংরেজী জানে?

সীমা—শর্মাটাই বা কে ?

সুধীর—হ্যাং ছাট্ ডাটি ফেলা ! আমি তোমাকে ভালবাসি সীমা, অসম্ভব রকমে ভালবাসি ; দাও, তোমার হাতখানা দাও ! আমি শীঘ্রিবই কলকাতায় বাড়ি করব, আর এক খানা গাড়ী করব—রোল্‌স্ রয়েস্। দেখলে তো আমার কত্তো বড় একটা ভিলম্যান্ ভেঙে চুরমার করে দিলাম। আই ডোন্‌ট্ কেয়ার এ ফিগ্ ফর ছাট্।

সীমা—আমার ভারী লজ্জা করছে সুধীরবাবু। ডাক্তার রক্ষিত-টাকে আমি এখন এড়াতে পারলেই বাচি···লোকটা জোঁকের মত আমার পেছনে লেগে রয়েছে···ঐ যে সব এসে পড়েছে···ছাড়ুন, ছাড়ুন···

[ডাক্তার রক্ষিত, মালতী ইত্যাদি]

ডাক্তার রক্ষিত—এই যে আপনার রোগী···আপনি একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন যে মিস্ মুখার্জী ?···মানে দেখুন একটু ইয়ং রোগীটুগী হ'লে পরে, এবং বিশেষ করে সে যদি নিজের মোটরেই য়্যাক্সিডেণ্ট্ ক'রে বসে, তবে সাধারণতঃ সে নার্স সীমা রায়ের রূপে একটু মুগ্ধ হ'য়ে পড়ে বৈকি। একটু হাত ধরেছে তো···ও এমন কিছু নয় ; কিন্তু সীমা, রোগীকে এরূপ প্রশ্রয় দেওয়া তোমার উচিত হয়নি, আর আমিও এই রোগীকে ডিস্‌চার্জ করতে চাই—সামান্য ইন্‌জুরি—এসে অবাধ সীমার সাথে···

সীমা—আমার সম্বন্ধে যা তা বলবেন না ডাক্তার রক্ষিত! জানেন, আমি অনেকদিন চাকরি রিজাইন্ দিতে চেয়েছি!

ডাক্তার—আহা চটো কেন মিস্ রায়! আমি কি তাই বল্লুম না কি? [মালতীকে] আপনি নিয়ে যান ভদ্রলোককে একটা বিশ্ব্ বণ্ড্ দিয়ে। আশা করি আপনি এর······ আপনাদের একটা নিকট সম্বন্ধ হওয়া চাই, নইলে তো রোগী ছেড়ে দিতে পারি না।

মালতী—তা পাবেন···আমি এর স্ত্রী হই।

সুধীর—হিয়ার ইউ আর্! একথা তুমি আগে বলোনি কেন মালতী?

সীমা—আপনি অতো উত্তেজিত হয়ে লাফিয়ে উঠবেন না সুধীর বাবু [মালতী কে] কিন্তু মাফ করবেন মিস্, আপনাকে তো বিবাহিতা ব'লে মনে হয় না।

ডাক্তার—হোক বা না হোক, তাতে আমাদের কি মিস্ রায়! উনি যখন স্ত্রী বলে পরিচয় দিচ্ছেন।

সুধীর—পরিচয় দিচ্ছেন মানে? শী ইজ্ মাই ওয়াইফ্, সাব্-ট্যান্শিয়ালি য্যান্ড্ এটারনালি শী ইজ্ মাই ওয়াইফ্। ওঃ কদ্দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হল মালা!

মালতী—আশা করি রোগী আমার সঙ্গে যেতে পারবে ডাক্তার রক্ষিত!

ডাক্তার—ও! নিশ্চয়! নিশ্চয়!

মালতী—ওঠো, যেতে হবে না এখন! গুড্ বাই ডাক্তার!

সুধীর—গুড্ বাই নার্স!

কামনা

ছোট নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। অস্পষ্ট জোৎস্নায় ঢাকা রাত্রি দ্বিপ্রহর। একটা ডিঙি নৌকা বাহিতেছে মানবকুমার— যুবক, মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। একটা গানের গুঞ্জন তাহার মুখে। নৌকার আরেক মাথায় গলুয়ের কাছে বসিয়া আছে ইভা—তরুণী, জমিদার-কন্যা। বিষণ্ণ তার মুখ। সে ভাবিতেছে, ভয়ানক ভুল সে করিয়া ফেলিয়াছে আজ ; কিন্তু ছেলেটি ভাবিতেছে, সব ঠিক আছে ; সে ভাবিতেছে, শহরে গিয়া এবার দুজনে বাসা বাঁধিবে— সুখের নীড়—ছোট্ট একটি সংসার।

নৌকা চলিতেছে আঁকাবাঁকা নদী-পথ দিয়া। আকাশে চাঁদ আর সাদা মেঘগুলি লুকোচুরি খেলিতেছে।

চাঁদ যখন পশ্চিম দিগন্তরের মাথায় আসিয়া নামিয়াছে, নৌকা খানি নদীর অপর পারে আসিয়া ভিড়িয়াছে তখন। নৌকায় ও পথে মানব ও ইভার মধ্যে নিম্নলিখিত সংলাপ চলিতেছিল।

মানব—কি ভাবছ ইভা ?

ইভা—ভাবছি, এই ভাবে আমাদের পালিয়ে আসা উচিত ছিল না। বাবা অসুস্থ ; কাল ভোরে উঠে

যখন জানতে পারবেন আমরা পালিয়ে গেছি, কত বড় আঘাত তিনি পাবেন বল তো !

মানব—কিন্তু, এছাড়া আর কোন তো উপায় ছিল না, ইভা। কিন্তু একদিন—একদিন আমাদের পালিয়ে আসতে হতই, তোমার বাবা তো আর আমার সাথে তোমার বিয়ে দিতেন না।

ইভা—আমরা কিছু দিন অপেক্ষা করতেও তো পারতাম। চল আমরা ফিরে যাই।

মানব—আর ফেরা যায় না ইভা ; এতক্ষণে সব প্রকাশ হয়ে গেছে।

ইভা—আর ফেরা যায় না ! বাবার কাছে আর ফেরা যেতে পারে না ?

মানব—হয়ত পারে, কিন্তু সেটা আমাদের বিয়ের অনেক পরে। আচ্ছা, ইভা তুমি অত দূরে স'রেথাকো কেন ? তোমাকে যেন পেয়েছি তবু যেন তোমাকে কাছে পাচ্ছি না।

ইভা—সেটা হবে বিয়ের পরে।

মানব—না না, সত্যি কাছে এস না ইভা !

ইভা—না না, তোমার বাইরের মানুষটিকে আমার বড় ভয় করে।

অদূরে রাত্রির নীরবতার কোলে ঘুমাইয়া আছে ছোট গ্রাম খানি—কৃষকের গ্রাম। ঐ গ্রাম লক্ষ্য করিয়া এই যুগল পুরুষ ও

নারী অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে বালুচরের উপর দিয়া; তারপর বাঁশ বনের ধার দিয়া ও আমবনের মধ্য দিয়া তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইল একজন কৃষকের বাড়ির সামনে। দুই তিন খানি গোল পাতার ঘর। মাটির দেয়াল। চাল প্রায় নামিয়া আসিয়াছে দাওয়ার উপর। এক পাশে গোয়ালের সামনে বাহিরে একটা ষাঁড় বসিয়া আছে। কাছেই খড়ের গাদা। বাঁশ ঝাড়। ছোট্ট বাড়িখানাকে ঘিরিয়া নানা রকম বড় বড় গাছ। মানবকুমার দুই তিন বার ডাকাডাকি করাতে একটি ঘরের ঝাঁপ খুলিয়া কৃষক বাহির হইয়া আসিল। নাম মণিদাস। সে তাহাদিগকে সাদরে আহ্বান করিল ঘরের দাওয়ায়; বউ সুন্দরীকে ডাকিল কুপি লইয়া বাহিরে আসিতে—সম্মানিত অতিথি আসিয়াছে।

মানব ও ইভা দাওয়ার উপর উঠিয়া বসিল।

সুন্দরীর হাতের কুপির আলো লাল হইয়া জ্বলিতেছে। প্রলম্বিত শিখা। প্রচুর ধোঁয়াও উঠিতেছে।

সুন্দরী দাঁড়াইয়া আছে আলো হাতে নিয়া। তাহার মুখে অনেকখানি ঘোমটা টানা, কিন্তু লাল আলোক প্রতিফলিত হইয়াছে তাহার যৌবন-উচ্ছ্বসিত মুখে। মূর্তিময়ী কামনাময়ী নারী সুডৌল সুগঠিত দেহ। বিস্মিত প্রলুব্ধ মোহমান দৃষ্টিতে মানবকুমার মেয়েটির মুখের পানে তাকাইয়া আছে।

বিস্মিত, সন্দিগ্ধ ও বিরক্ত-সঙ্কুচিত দৃষ্টিতে ইভা লক্ষ্য করিল মানবের এই আদিম ক্ষুধাতুর অভিব্যক্তিকে। ইভা পুনরায় অনুভব করিল, সে ভুল করিয়াছে।

প্রলম্বিত শিখা আর ধূমায়িত পরিবেষ্টনীতে কামনার রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সংলাপ

মানব—বাড়ী কে আছ ?

মণিদাস—কে রে এত রাত্তিরে চেঁচামেচি কচ্ছে। অহ্ ভদ্রলোক দেখি! এত রাত্তিরে কোত্থেকে কর্ত্তারা! আসেন, আসেন! অঃ সুন্দরী! সুন্দরী! বাত্তিটা নিয়ে এস তো দেখিন্।

মানব—আমরা পথ ভুলে এসেছি, ভাই।

মণিদাস—এত রাত্রে পথ ভুলে এলেন কর্ত্তা; রাত্রি এখন শেষ হবে হবে।

মানব—আর বোলো না! একটা ডিঙি নিয়ে বেরিয়েছিলাম নদীতে সন্ধ্যে বেলায়; তারপর অন্ধকারে রাস্তা গেলাম ভুলে।

মণিদাস—সোজা নদীতে রাস্তা ভুলে গেলেন, একেবারে উল্টো দিকে নৌকা বেয়েছেন বুঝি ?

মানব—সে কথা আর বোলো না।

মণিদাস—এয়েছেন ভালই হয়েছে। গরীবের বাড়ীতে আপনাদের চরণ-ধূলা পড়া তো ভাগ্যের কথা—ভুল করেও যদি আমাদের আপনারা একটু দেখেন। সারা রাত্রি তো জেগেছেন, আপনাদের

শুতে দেই কি করে ! আমাদের বিছানায় কি শুতে পারবেন ?

মানব—নিশ্চয় পারবো, কিন্তু, তোমরা শুবে কোথায় ?

ইভা—(জনান্তিকে) মাফ করবে, আমি পারব না ।

মানব—কিছু নয়, অন্য ঘরে একটু খড় টড় বিছিয়ে দাও। আমার তো নিশ্চিন্ত ঘুম হবে।

মণিদাস—কিন্তু মা ঠাকরুন····

ইভা—তোমাদের অন্য কোন ঘর নাই ?

মণিদাস—ঐ একখানা ঘরই আছে একটু খানি পরিষ্কার। আপনারা কষ্টেস্বষ্টেই রাতটা ঐখানে কাটিয়ে দিন ।

ইভা—কিন্তু আমি বলছিলাম ···

মানব—হাঁ হাঁ ঠিক আছে ভাই, ঐ ঘরে আমাদের বন্দোবস্ত করে দাও···একটুখানি রাত্রি বইত নয় ?

ইভা—কিন্তু আমি বলছিলাম······

কাঠের মাচাঙের উপর খড় বিছান। ইহার উপর কাঁথা ও চাদর দিয়া গিয়াছে সুন্দরী। বিছানাও পাতিয়া দিয়া গিয়াছে সে। দুইটা বালিশও দিয়াছে। মানব তো ঘরে ঢুকিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল ; কিন্তু ইভা শুইবে না।

মানব—শুয়ে পড় না ইভা পাশে।

ইভা—না।

মানব—তা হলে কোথায় শুবে বল ?

ইভা—জেগে থাক্‌বো।

মানব—জেগে থাক্‌বে ! এই নরম বিছানা থাক্‌তে, আর আমি পাশে থাক্‌তে ! আমি কি বাঘ না কি ?

ইভা—বাঘ হলেও সহ্য করতে পারতাম।

মানব—একটা পশুকে সহ্য করতে পারতে, একটা মানুষ-কে, আই মিন্ মানবকে সহ্য করতে পারবে না ?

ইভা—পশুর চেয়েও অধম এরা।

মানব—তুমি যদি নারী-পশু হতে, তা হলে এসব যুক্তি দেখাতে না, ইভা; আর আমি যদি পশু হতাম, তবে তোমায় 'না, না' বলবার অবসর দিতাম না। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা মানব ও পশু—দুইই। আচ্ছা আমি নীচেতেই শুচ্ছি।

ইভা—ইচ্ছা করলে তুমি কাঁথাটা নীচে বিছিয়ে নিতে পার।

মানব—আচ্ছা, কিন্তু, ইভা ব্যবধান সামান্য, তবু তুমি মানবকে বিশ্বাস করতে পার।

ভোর হইয়া গিয়াছে অনেকক্ষণ। মানব ও ইভা পাশা-পাশি চলিয়াছে নদীতীরের দিকে। গরু ও লাঙল লইয়া মণি-দাসও বাহির হইয়া গিয়াছে অনেক আগে। নদীর ঘাট হইতে কলস লইয়া তখন ফিরিতেছিল সুন্দরী। সে ইহাদের মুখোমুখি

আসিবার পুর্ব্বেই দূর হইতে তাকে বড় ঔৎসুক্য লইয়া লক্ষ্য করিতেছিল মানব। মানবের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া ইভা দেখিতে পাইল, সুন্দরীর যৌবন-উদ্বেলিত দেহ-ভঙ্গিতে কেমন একটা ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিয়াছে। তার দৃষ্টিতে কামনা মাখানো। সে বিনি-ময়ের ভঙ্গিতে তাকাইয়া দেখিতেছে মানবের দিকে। মানবের দৃষ্টিতে মোহাচ্ছন্নতা।

সুন্দরী ইহাদের পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতে মানব মাথা ঘুরাইয়া তাকাইয়া দেখিল তাহার দিকে। সুন্দরীও ফিরিয়া তাকাইল।

অনুশোচনা ভরা মন লইয়া ভয়ঙ্কর বিরক্ত দৃষ্টিতে ইভা এই সব লক্ষ্য করিতেছিল। মানবের কিন্তু ইভার দিকে লক্ষ্য করিবার অবসর ছিল না।

সূর্য্য তখন অস্তমুখিন। মানব ও ইভা চলিয়াছে রেল ষ্টেসনের দিকে। পথে তাহাদের সঙ্গে দেখা হইল মণিদাসের। গরু ও লাঙল লইয়া সে ফিরিতেছিল।

মণি—এই যে কর্ত্তা, আপনারা তা হলে চল্লেন···বড় কষ্ট পেয়ে গেলেন কিন্তু।

মানব—না না, কিছু কষ্ট না। আমার তো খুব ভাল লেগে গিয়েছে এই জায়গাটা। আমি আবার ফাঁক ফেলেই আসব।

মণি—আসবেন কর্ত্তা, সে তো আমাদের পরম
সৌভাগ্য। মা ঠাকরুনকেও নিয়ে আসবেন
কিন্তু। আপনিও কিন্তু আসবেন মা ঠাকরুন।

ইভা কিছু বলিল না।

মানব—আচ্ছা দুজনেই আসা যাবে; তার জন্য কি!
আচ্ছা চল্লাম ভাই; গাড়ীরও বোধ হয় সময়
হয়ে এল।

মণিদাস—নমস্কার! পেন্নাম হই মা ঠাকরুন।

মণিদাস বিদায় নিল; পথ চলিতে চলিতে ইভা চাপা উত্তেজনার সাথে বক্তব্য প্রকাশ করিল।

ইভা—তোমার আসতে হয় এসো, আমি আসব না।

মানব—তুমিও যেমন; এই অজ পাড়াগাঁয়ে তোমাকে
নিয়ে আসব কেন? মুখের কথা একটা বল্লাম
আর কি।

ইভা—কিন্তু, তুমি আসবে তো?

মানব—সে না হয় হবে। কথা রক্ষা করবার জন্য একবার
আসা যাবে।

ইভা—তা আমি জানি।

মানব কিছুটা বিস্মিত দৃষ্টিতে ইভার মুখের পানে তাকাইল। সে যেন ব্যাপারটা বুঝিয়াও বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

চলন্ত গাড়ীর একটা কম্পার্টমেণ্টের ভিতরের দিক। একটা

বেঞ্চে ইভা শুইয়া আছে। ঘুমন্ত এক রাশ শুষ্ক কালো চুলের মধ্যে পদ্মফুলের মত ফুটিয়া রহিয়াছে ইভার মুখখানি। উল্টা দিকের বেঞ্চে বসিয়া মানব নিবিষ্ট ভাবে দেখিতেছিল সেই মুখ। দৃষ্টির পুষ্পার্ঘ্য দিয়া সে যেন সৌন্দর্যের দেবীকে আপনার গভীর অন্তরের অভিনন্দন জানাইতেছে। একটা কামনাতীত, দেহাতীত প্রেমের ঔজ্জ্বল্যে যেন তাহার মুখখানা উদ্ভাসিত।

কিছুক্ষণ পর উঠিয়া সে ইভার মুখের উপর ছড়াইয়া পড়া চুল সরাইয়া দিতে গিয়াও সরাইল না। ইভার বেঞ্চের দিকের জানলায় কাঁচ তুলিয়া দিল। মানবের ভাবে সযত্ন স্নেহার্দ্রতা প্রকাশমান।

প্রকাণ্ড পাঁচতলা বাড়ি। প্রবেশ-দ্বারের সামনে 'রুমস্ টু লেট্' টাঙানো। একটা খোলা ঘোড়ার গাড়ীতে বাড়িটার সামনের পথে যাইতেছিল মানব আর ইভা। হঠাৎ 'টু লেট' নজরে পড়িতেই মানব গাড়োয়ানকে গাড়ী রুখিতে বলিল। তারপর দরজার সামনে দাঁড়াইয়া থাকা একটি লোককে জিজ্ঞাসা করিল

—এখানে ঘর ভাড়া পাওয়া যাবে না কি হে ?

লোকটি—আজ্ঞে প্যাওয়া যেতে পারে, তবে সরকার মশাই বলতে পারবেন ঠিক। অঃ সরকার মশাই, ভাড়াটে যে এসেছে…

দ্বারপথে 'টিপিকাল' বাড়ির সরকার বাহির হইয়া আসিল।

সরকার—কি চাই, মশাই ?

মানব—ঘর ভাড়া।

সরকার—আপনারা কোত্থেকে আসছেন ?

মানব—ঘর আছে কি না বলুন না আগে।

সরকার—তা আছে মশাই—উপর তলায় এক খানা ঘর—কোণের দিকে। তা মেয়ে মানুষ নিয়ে সুবিধে হবে কি ?

মানব—তা হবে, তা হবে, কত ভাড়া মাসে বলুন ?

ইভা—মাত্র এক খানা ঘর ?

সরকার—আজ্ঞে হাঁঃ—তবে রান্না করবার একটু জায়গা আছে।

মানব—বাস্ বাস্ খাসা, তাহলে আর কি চাই ! তা জলের বন্দোবস্ত কি মশাই ?

সরকার—তা একদম্ নীচের তলা থেকে জল আন্‌তে হবে···

মানব—অঃ ড্যাম্‌ন্—অল্ রাইট্, তাই সই অগত্যা, কি বল ইভা ?

ইভা—কিন্তু একখানা মাত্র ঘর !

গাড়োয়ান—একখানাই লইয়া লন্ মেম্ সাহেব ! দেখ-লেন তো হালায় ঘুইরা ঘুইরা ; বাড়ি কি হালায় পাওয়া যায় না কি সহরে।

মানব গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। ইভার যেন নামিতে ইচ্ছা ছিল না ; তবু নামিতে হইল, মানব যখন নামিতে বলিল।

মানব—নেমে এসো ইভা ! তা তোমার কত পাওনা হয়েছে গাড়োয়ান ?

গাড়োয়ান—তা দশ বিশ টাকা হুজুর যা দেন। সকাল থিকা হালায় আপনি বি হয়রান হইছেন, ঘোড়ায় বি হইছে···

মানব গাড়োয়ানের হাতে একটা দশ টাকার নোট দিল।

গাড়োয়ান—মহারাজ জিন্দা থাকেন, লেকিন্ কিছু বখ্শিশ উখ্শিশ।

সরকার—দু টাকার জায়গায় দশটাকা পেলি, আবার বখ্শিশ চাস্।

গাড়োয়ান—তোমার হালায় পোড়ানী কিয়েন লাগ্গা ? দোয়া রাখবেন মহারাজ, আদাব মেম্ সাব্ !

তারপড় গাড়ী হাকাইয়া দিয়া বলিল—

—তোমারে আমি দেইখা লমু সরকারের পো !

এইবার সরকারের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি পড়িল ইভার উপর।

সরকার—আপনাদের মালপত্র কৈ ?

মানব—সে আসবে'খন, ঘর ভাড়া দিন তো আগে। কত টাকা ভাড়া ?

সরকার—ভাড়াতো মাসে বাইশ টাকা ; কিন্তু ছ'মাসের ভাড়া অগ্রিম দিতে হবে। আর আসল কথা আপনাকে বলে দিই, আমাকে কিন্তু এক মাসের ভাড়া জলপানি দিবেন।

মানব—অর্থাৎ এখুনি আপনাকে দেড়শ টাকা দিতে হবে ; কিন্তু, এত জুলুম কেন মশাই বলুন তো ?

সরকার—কালের গতি স্যার—আপনারাই বুঝে দেখবেন।

মানব—আমরা বুঝতে আর চাই না। আপনাকে দেড়শ টাকাই দেব। চলুন আমাদের ঘর দেখিয়ে দিন!

সরকার—(ইভাকে) একটু ঘোমটা টোম্‌টা দেবেন আর কপালে সিঁদুর লাগাবেন।

ইভা—(উত্তেজিত ভাবে) মানে ?

সরকার—আপনারাই তো বুঝতে পারেন, স্যার।

মানব—চলে এস ইভা।

কক্ষাভ্যন্তর। কিছু সামান্য আসবাব পত্র কেনা হইয়াছে। দুটি চৌকি বেশ ব্যবধানে রাখা হইয়াছে—তাহাতে দুইজনের বিছানা পাতা। মানব ও ইভা।

ইভা—জানো এখানকার লোকে আমাদের সম্বন্ধে কি ধারণা করে, কি বলে ?

মানব—তা বলুক না কেন, আমরা তো পবিত্র আছি, অর্থাৎ তুমি যাকে পবিত্রতা বল, তাতো বজায় রেখে চলেছি এতদিন ধরে ; কিন্তু কত অধৈর্যের সাথে, তা তুমি যদি জানতে ইভা !

ইভা—দেখ, তোমার এই ধরনের কথা আমার ভাল লাগে না। কেন এই এগারো দিনের মধ্যে তো বিয়ের যোগাড় করতে পারতে অন্ততঃ সিভিল ম্যারেজ রেজিষ্টার অফিসে গিয়ে।

মানব—রেজিষ্টার অফিসের সইটার বড় হল, ইভা, অন্তরের স্বাক্ষরটাকে কোন মূল্যই দিলে না ?

ইভা—কোন মূল্য নেই তার, এ কথা তোমাকে অনেক বারই বলেছি এবং আবার তোমাকে বলছি, যদি দু একদিনের মধ্যে বিয়ের কোন বন্দোবস্ত না হয়, আমি যে দিকে দু চোখ যায়, সে সে দিকেই চলে যাব। জানো, লোক আমাদের সম্বন্ধে কি ভাবে, কি বলাবলি করে ?

মানব—তুমি তো সিদুঁর পরতে পারতে, ঘোমটা দিতে পারতে, ওদের বুঝিয়ে দিতে পারতে তুমি আমার স্ত্রী।

ইভা— আমি অভিনয় করতে পারি না।

মানব—কিন্তু, তার প্রয়োজন হয়, ইভা। আশে পাশের প্রায় সমস্ত লোকই মুখোশ-পরা। তোমাদের

আইনসঙ্গত মন্ত্র-পরা বিবাহিত জীবনেও মুখোশ-পরা প্রেমের অভিনয় হয়। আমি বলছিলাম, পতিত্বের অধিকার তুমি নাই বা আমায় দিলে, কিন্তু পত্নী ব'লে যদি বাইরের পরিচয় দিতে, তা হলে অন্ততঃ একটা দিক রক্ষা হত। যাক্ গে সে কথা, একটা চাকরি পেলেই এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাব এবং যত শীগ্গির পারি আমরা একেবারে ন্যায়সঙ্গত ভাবে বিয়ে করে ফেলব—তোমার একটা জেদ্ রক্ষা করা বইত নয়! ইভা, তুমি যদি ইভা না হয়ে অন্য কোন মেয়ে হতে, তা হলে কত জেদী মেয়ে তুমি দেখতাম। রাতের পর রাত এক ঘরে শুয়ে···সত্যি, আমরা মানুষও নই, পশুও নই, একেবারে পাথর···আই মিন্ তুমি একেবারে ষ্ট্যাচু···সত্যি আমার সঙ্গে তুমি পালিয়ে এসেছিলে কি ক'রে?

ইভা—তারই অনুতাপের আগুনে আমি প্রতিদিন পুড়ে পুড়ে মরছি।

মানব—অনুতপ্ত বাঃ! যেন এই পালিয়ে আসার সমস্ত দায়িত্ব আমার; আমি তোমায় প্রলুব্ধ করেছি শুধু, তোমার হৃদয়ে কোন আকর্ষণ ছিল না, আবেশ ছিল না? শোনো, কাল খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন বের হয়েছে। তোমার বাবা

বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, তিনি মৃত্যু-সজ্জায়; তুমি যে অবস্থায় থাক, তোমাকে ফিরে যেতে বলেছেন··· তুমি যদি অনুতপ্ত হয়ে থাক, তুমি ফিরে যেতে পার অনায়াসে।

ইভা—ফিরে যেতে বলেছেন? আমি নিশ্চয় যাব।

মানব—কিন্তু তাতে কি কলঙ্কের দাগ মুছবে?

ইভা—আমি কলঙ্কিনী নই।

মানব—দেহের দিক থেকে নও বটে, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে তুমিও কলঙ্কের ভাগী···

পরের দিন বিকাল বেলা। পাশের বাড়িব ছাদেব উপর পনর ষোল বছরের একটি প্রলম্বিতা বেণী ফ্রক-পরা মেয়ে দাঁড়াইয়া আছে। মানব তাহার খোলা জানালার উপর আড়াআড়ি ভাবে খাটানো গোল পিতলের রডের উপর ঝুঁকিয়া ঐ মেয়েটিকে লক্ষ্য করিতেছে। মেয়েটিরও এই দৃষ্টিটা ভাল লাগিয়া গিয়াছে। সেও মাঝে মাঝে আড় চোখে মানবকে দেখিতেছে। এই অবস্থায় নীচ তলা হইতে জল লইয়া আসিয়া ইভা থমকিয়া দাঁড়াইল দরজার ধারে। সেইখানে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে লক্ষ্য করিল মানব ও মেয়েটির কাণ্ডকারখানা।

ইহার পর কলসে কাঁকন বাজাইয়া আপনার উপস্থিতি জানাইতেই সচকিত মানব তাহার পানে তাকাইল। ইভা মানবের দিকে একটা বিষদৃষ্টি হানিয়া ঝুপ করিয়া কলসটি

রাখিতেই মাটির কলস ভাঙ্গিয়া গিয়া জল ছড়াইয়া পড়িল চতুর্দ্দিকে।

পরের দিন মানব বাহির হইল চাকরির অন্বেষণে। এক জায়গায় গিয়া সে দেখিল একটা 'এম্প্লয়মেণ্ট বুরো'র ম্যানেজার একজন পাকা জোচ্চোর। 'দি ইম্পেরিয়াল মিনারেল কনসার্ণ'-এর অফিসে ঢুকিয়া দেখিল একজন লোক তিন চারিটা চেয়ার এক জায়গায় করিয়া তাহার উপর শুইয়া নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। মানব তাহাকে অফিস-বয় মনে করিয়াছিল; কিন্তু দেখা গেল সে-ই কনসার্ণের মালিক, ম্যানেজার, সেক্রেটারী সবই। শেষ পর্য্যন্ত যা'হোক, সেই দিনই তাহার চাকরি মিলিয়া গেল একটা স্বদেশী কোম্পানীতে। ম্যানেজারের নাম মিঃ চ্যাটার্জী।

মানব ঘরে ফিরিয়া আসিয়া প্রবেশ করিয়া দেখিতে পায় ইভা নাই। সে একটা চিঠি দেখিতে পায়। ইভা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে:

> আমি বাবার কাছে ফিরে গেলাম। আশা করি বাবা আমায় ক্ষমা করবেন। তুমি যে আমায় ধোঁকা দিয়েছ, তা আমার বুঝতে বাকি নেই। তোমার আসল চরিত্র যে কি, তা নানা ভাবেই আমার চোখে পড়েছে। তোমার বিয়ে পিছিয়ে রাখার অর্থ আমি বুঝি। রাস্তার খরচের জন্য আমি দশটা টাকা নিয়ে গেলাম, এ টাকাটা ফেরত পাবে।

মানব চঞ্চল মনে কিছুক্ষণ পায়চারি করিল। তারপর জানালা দিয়া ঝুঁকিতেই তার দৃষ্টি মিলিত হইল পাশের বাড়ির মেয়েটির দৃষ্টির সাথে। মেয়েটি সাড়া দিবার ভঙ্গিতে হাস্যোজ্জ্বল মুখে সামনের দিকে অগ্রসর হইতেছিল।

মানব তাহার মুখের সামনে জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

পরের দিন সকাল বেলা।

গ্রামের জমিদার-বাড়িতে ইভার বাবা মহেন্দ্রলাল একটি কক্ষে মৃত্যু-সজ্জায় শায়িত। দুই তিন জন ডাক্তার, নায়েব মশাই এবং একটি বিধবা বোন সেখানে উপস্থিত।

মৃত্যু সন্নিকট। সকলের মুখে ব্যাকুলতা প্রকাশমান।

মহেন্দ্র—ডাক্তার, আমাকে বাঁচিয়ে রাখ ডাক্তার! আমি বাঁচতে চাই, ডাক্তার আমি ইভাকে একবার দেখে মরতে চাই! ইভার কোন খোঁজ পেলেন না নায়েব মশায়?

নায়েব মশায় নীরব।

মহেন্দ্র—কাগজে কাগজে জানিয়ে দিন আমি তাকে ক্ষমা করেছি, সর্বান্তঃকরণে আমি তাকে ক্ষমা করেছি। সে যেখানেই থাকুক, মুমূর্ষু বাপকে একবার একটু চোখের দেখা দেখে যাক। ডাক্তার, আমাকে বাঁচিয়ে রাখ ডাক্তার! কিন্তু, কি করে বাঁচাবে ডাক্তার? ডাক এসেছে যে! নায়েব

মশাই, আমি আর বাঁচব না ; আমার মৃত্যুর পর ইভা যদি আসে, তার হাতে সমস্ত সম্পত্তির ভার তুলে দেবেন ; একমাত্র মেয়ে আমার সে। আর মানব যদি আসে—আসবে নিশ্চয় ; আমার মেয়ের জামাই…সাদরে তাকে অভ্যর্থনা করবেন। তাকেও আমি সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করেছি।

ডাক্তার—দেখুন আপনি কথা বলবেন না, এতে অবস্থা আরও খারাপ হয়ে দাঁড়াবে।

মহেন্দ্র—অবস্থা খারাপ হওয়ার আরও বাকী আছে না কি ডাক্তার! মৃন্ময়ী, বোন আমার, তুই কাছে আয়!

মৃন্ময়ী কাছে আসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। মহেন্দ্রলাল কিছুক্ষণ নীরব থাকিলেন। তারপর সহসা উত্তেজিত ভাবে বলিলেন।

—নায়েব মশায়, ইভা আসছে না? আমি তার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি! ইভা! ইভা! আয় মা কাছে, আমায় শেষ দেখা দিয়ে যা মা!

ঝড়ের মত ইভা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

ইভা—বাবা, এইত আমি এসেছি বাবা!

ব্যাকুল বাহু বিস্তৃত করিয়া মহেন্দ্রলাল ইভাকে আপনার স্নেহ-পক্ষপুটে গ্রহণ করিল। ইভা যখন তাহার বাপের বুকে

ঝাঁপাইয়া পড়িল, তখন আনন্দ, উত্তেজনা ও দুর্ব্বলতায় সেই মুহূর্ত্তে হার্ট্ ফেল্ করিয়া মহেন্দ্রলালের মৃত্যু ঘটিল।

দশটার সময় আফিস অভিমুখী মানবকুমার সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিবার সময় পিয়নের সম্মুখীন হইল।

পিয়ন—এই যে মানব বাবু, আপনি বের হয়ে যাচ্ছেন নাকি? আপনার একটা ইন্স্যুরেন্স্ আছে— একেবারে চারশ টাকার ইন্স্যুরেন্স্!

মানব—কে পাঠিয়েছে?

পিয়ন—আজ্ঞে, লেখা তো আছে 'ফ্রম্ ইভা দেবী।'

মানব—এ টাকা ফেরত দিয়ে দাও।

পিয়ন—কেন?

মানব—সেটা তুমি নাই বা জানলে।

বিস্মিত পিয়ন—তা বেশ! আপনি 'রিফিয়ুজ্ড্' লিখে দিন।

মানব ফাউণ্টেন পেন দিয়া তাহাই লিখিয়া দিল। তারপর দ্রুতপদবিক্ষেপে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

গ্রামের জমিদার বাড়ীতে একটি কক্ষে ইভা প্রত্যাখ্যাত ইন্স্যুরেন্স্ ফিরিয়া পাইল। ইভার চোখে জল আসিল। সে তো সত্যি ভালবাসে মানবকে। সে কি তাহাকে ভুল বুঝিয়াছে— ভুল বুঝিয়াছে মানবকে?

ইভা মানবকে চিঠি লিখিতে বসিল। চোখের জলের সাথে সে চিঠি লিখিল। খামে ভরিয়া ঠিকানাও লিখিল। তারপর সে ডাকিল ঝিকে চিঠি পোষ্ট করিবার জন্য।

অফিস। মানবের টেবিলে টেলিফোঁ বাজিয়া চলিয়াছেই; কিন্তু মানব একটা কাগজে ইভার মুখ আঁকিতে ব্যস্ত। সে রিসিভারটা হাতে নেয় না। অন্য একটি চেম্বারে বড সাহেব চ্যাটার্জী টেলিফোঁ হাতে লইয়া রাগে গজগজ করিতেছেন।

চ্যাটার্জী—কি আশ্চর্য্য! রায়, আপনি উত্তর দিচ্ছেন না কেন?

ইতিমধ্যে মানব রিসিভার লইয়াছে। সে উত্তর করিল:

—খুব কাজে ব্যস্ত আছি স্যার।

সে রিসিভার রাখিয়া দিল। ওদিকে চ্যাটার্জী তো সাড়া না পাইয়া চটিয়া অস্থির। এদিকে টেলিফোঁ অনবরত রিঙ্ করিতে থাকাতে মানব রিসিভারটা তুলিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। সে ছবি আঁকায় ভয়ানক ব্যস্ত। একটা মেয়ের মুখের আদল উঠিল বটে, কতকটা ইভার মত। সে নীচে লিখিল 'ইভা'।

ইতিমধ্যে বড় সাহেব তাহার চেম্বার ছাড়িয়া মানবের টেবিলের সামনে সমুপস্থিত। তিনি আসিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিলেন মানব ছবি আঁকায় ব্যস্ত।

চ্যাটার্জী—আপনি এসব কি কচ্ছেন, ম'শায়?

মানব—কাজ, ডিউটি।

চ্যাটার্জী—ডিউটি! আপনাকে এই মুহূর্তে ডিস্‌মিস্ করা গেল।

মানব—আপনাকে ধন্যবাদ! এই তো আমি চাইছিলাম।

চ্যাটার্জী—তা হলে ইচ্ছা করেই আপনি আমাকে উপেক্ষা করেছেন?

মানব—না স্যার, অনেকটা বাধ্য হয়ে। বলুন না, চাকরি করব আর কার জন্য?

চ্যাটার্জী—ঐ ছবিটা কার?

মানব—ইনিও আর একজন! কিছু দিন আগে ইনিও আমাকে ডিস্‌মিস করেছেন।

চ্যাটার্জী—হুম্!

মানব ঘরে ফিরিয়া আসিল। রাত্রি নামিয়া আসিয়াছে। পাশের বাড়ির মেয়েটি যেদিকে থাকে, সে দিকের জানালা খুলিয়া মানব কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকে। মেয়েটি তখন আপন মনে একটি গান গাহিয়া চলিয়াছিল—প্রেমের ব্যর্থতার গান—পিয়ানোর সাথে। মানব একটা বাক্স খুলিয়া কতগুলি নোট ও কি কাগজপত্র লইল। তারপর কাপড়জামা-শুদ্ধ বাক্সটাকে পা দিয়া ধাক্কা দিয়া উল্টাইয়া ফেলিল। সে সব কিছু ফেলিয়া এই ঘর হইতে চলিয়া যাইবে, এই রকম ভাব। মানব সত্যি বাহির হইয়া গেল।

রাস্তায় অফিসের একজন কেরানীর সাথে তাহার দেখা হইল। লোকটি তখন একটা মদের দোকানের সিঁড়ির উপর পা দিয়াছে। বেচারী মানবকে দেখিয়া ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল।

মানব—ঘাবড়াও মৎ বন্ধু! কিছু পান টান হবে না কি?

কেরানী—না, মানে……

মানব—মানে কি আর বাবা! মদ খাবে, এইতো? কাম্ এলং, আমিও যাচ্ছি।

মানব লোকটিকে এক রকম টানিয়া লইয়াই বার্-এর মধ্যে প্রবেশ করিল। তারপর তাহারা একটা গোল সাদা টেবিলের পাশে বসিল।

মানব—কি হে, কি খাবে? আমি পয়সা দিচ্ছি। ওগুলোর নাম কি বলে ছাই! এই বয়! হুইস্কি, ব্রাণ্ডি জিন্, রাম্, বিয়ার, এনিথিং…(কেরানীকে) ওহে, বল না কি খাওয়া যেতে পারে, যাতে খুব নেশা হবে?

কেরানী—আমার তো ভাই তিন পেগ্-এও নেশা হয় না।

মানব—অল্ রাইট্ ছ' পেগ্ করে দিয়ে যাও।

কেরানী—এক বোতল হোয়াইট্ লেবেল্, বয়!

মদ ও সোডা আসিলে মানব একচুমুক খাইয়া বলিল:

—ড্যামন্ দিস্—এগুলি কি করে খাও, আর কেনই বা খাও? বলবে দুঃখ ভুলবার জন্য…মদ খেয়ে

দুঃখ ভোলা যায়! ননসেন্স্! নেশা ধরেছিলে,
এখন তোমায় নেশায় ধরেছে, খেয়ে নাও ব্রাদার,
পুরো বোতল…এই নাও টাকা— গুড্ বাই!

মানব বাহির হইয়া গেল।

শহরের গলিতে নিরুদ্দেশ্য ভাবে মানব হাটিতে লাগিল এবং না জানিয়াই সে আসিয়া পড়িল দেহ-জীবিনীদের পাড়ায়। দুই পাশের বাড়ির দরজায় সাজিয়া-গুজিয়া মেয়েলোকগুলি বসিয়াছে। মানবকে হঠাৎ তিনচার জন দালাল ধরিয়া ফেলিল। একজন বলছে:

—বাবু, বড়িয়া মাল—বানিয়াকা ছুকরি!

একজন বলে:

—আইয়েন বাবু, চীনা মেম্ সাহেব!

ইহাদের টানাটানির মধ্যে পড়িয়া মানব বলে:

—আমার কিচ্ছু দরকার নেই বাবা, আমি সোজা চ'লে যাব।

কাছেই একটা বাড়ির দরজায় ভালো চেহারার একটি মেয়ে দাঁড়াইয়াছিল। সে ডাকিল:

—আসুন না বাবু, আমাদের ঘরে।

দালালদের হাত হইতে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব দেখিয়া আপাততঃ সে মেয়েটির আহ্বানে সাড়া দিল।

মানব বলিল—এই যে আসছি।

একজন দালাল বলিল :

—শালা কাঁচা মাল পাইছে !

মেয়েটিকে অনুসরণ করিয়া মানব তাহার সুসজ্জিত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

মানব—তুমি হয়ত ভেবেছ, তোমাদের উদ্দেশ্য করে এই পাড়ায় আসা—তা নয়—তা যখন এলামই, তখন জিজ্ঞেস্ করি, এ ব্যবসাটা কর কেন ? দেখতে তো ভদ্রলোকের মত মনে হচ্ছে !

স্ত্রীলোক—আপনাদের আনন্দ দেবার জন্য।

মানব—বাঃ বাঃ ভারী আনন্দ-দেনেওয়ালী তো ! তা হলে পয়সা নাও কেন ?

স্ত্রীলোক—তা না হলে খাব কি করে ?

মানব—হাঁঃ হাঁঃ, এইটেই হল আসল কথা—ব্যবসা দর। —তা পয়সা তোমাকে দেওয়া যাবে—তোমার এখানে সারা রাত্রিটা থাকা যায় না ;

স্ত্রীলোক—তা নিয়ম নেই ; তবে দুই তিন ঘণ্টা থাকতে পারেন।

মানব—তারপর কি করা যাবে ?

স্ত্রীলোক—ঘরে ফিরে যাবেন।

মানব—যাদের ঘর থাকে, তারা কি তোমাদের এখানে আসে নাকি ?

স্ত্রীলোক—তারাই তো বেশী আসে।

রাত্রি বোধ হয় তিনটা হইবে। মেয়েটির ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া মানব নিস্তব্ধ গলিপথে চলিতে লাগিল। গ্যাস পোষ্টের আলোয় রাস্তা কিয়ৎ দূরে দূর ক্ষীণ আলোকিত। মানব টলিতে টলিতে চলিয়াছে। একটা রোগ-ক্ষীণ খেঁকী কুকুর তাহাকে দেখিয়া ডাকিয়া উঠিল। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া একটা ভদ্র পল্লীতে কোন একটা বাড়ির বাঁধানো রোয়াকে সে আসিয়া বসিল। তারপর তাহার উপরই দেহভার এলাইয়া দিল।

পরদিন ভোরের বেলায় বাড়ির মালিক চিন্ময়ী দেবী আবিষ্কার করিলেন মানবকে। চিন্ময়ী দেবীর বয়স ছত্রিশ—বিধবা—একটি মেয়ে-স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী—ভাল চেহারা। মানব তাহার পূর্ব পরিচিত। তিনি দাঁতন করিতে করিতে বাইরের দিকে আসিয়া লোকটিকে শুইয়া থাকিতে দেখিতে পান।

চিন্ময়ী—এই, তুমি এখানে শুয়ে আছ কেন?

মানব জাগিয়া উঠিল।

মানব—এ কি! আপনি?

চিন্ময়ী—তুমি! আশ্চর্য! এখানে এমন ভাবে শুয়ে?

মানব—কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, আপনাকে হঠাৎ এতদিন পরে দেখে!

চিন্ময়ী—তোমাকে আবার দেখতে পাব, এ আশা করিনি। এস, ঘরে এস।

তাহারা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

তাহার গ্রামের বাড়িতে ইভা। নায়েব মহাশয় একখানা চিঠি লইয়া আসিলেন। ইভার চিঠি ফিরিয়া আসিয়াছে।

নায়েব—চিঠিটা ফেরত এসেছে—লিখেছে, মালিক ঠিকানায় নেই।

ইভা—নায়েব মশাই, আমি শহরে যাব—সেখানে কিছু দিন থাকব—সেখানে বাড়ি-ভাড়ার বন্দোবস্ত করুন।

নায়েব—হঠাৎ শহরে গিয়ে থাকবে কেন মা?

ইভা—আমার এখানে ভাল লাগছে না।

একদিন বিকাল বেলায় বিস্মিত বাড়ির সরকার দেখিল ট্যাক্সি হইতে ইভা নামিয়াছে। তাহার সঙ্গে দিব্যি ইউনিফর্ম্-পরা একজন অনুচর।

ইভা—মানব বাবু এখান থেকে কবে চ'লে গেছেন?

সরকার—সে প্রায় দশ বার দিন হল।

ইভা—ও ঘর কি ভাড়া দিয়েছেন?

সরকার—দরজা বন্ধ করে রেখেছি; কিন্তু যাবার সময় মানববাবু সব উলটাপালটা করে রেখে গেছেন...

ইভা—চলুন, আমি ঐ ঘর দেখব।

সরকার—চলুন।

অনুচর, সরকার ও আরো দুই একজন উৎসুক নরনারী ইভাকে অনুসরণ করিল। ইভা যখন ঘরে প্রবেশ করিল, তখন সবাই বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। ইভা লক্ষ্য করিল, ঘরের মধ্যে জিনিসপত্র বিক্ষিপ্ত। সে জানালা খুলিয়া দেখিতে পাইল, পাশের বাড়ির ছাদের উপর মেয়েটি শাড়ি-পরা অবস্থায় পায়চারি করিযা গান গাহিতেছে আপন মনে। 'যাহা হারাইয়া যায়, তাহার জন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই'—এই ভাবেব গান। ইভা দাঁড়াইয়া থাকিয়া গান শুনিতে লাগিল। তাহার চোখে জল। গানের শেষে মেয়েটি যখন ইভার পানে তাকাইল, তখন তাহারও চোখ-ভরা জল।

প্রায় দুই মাস অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। একটা সাহেবী ধরনের রেস্তোরায় সমুজ্জ্বল শাড়ি পরিয়া উপবিষ্ট। ইভা ও তাহার কয়েকজন বন্ধুবান্ধবী। ইহাদের মধ্যে একজন 'ম্যাটার্ অফ্ ফ্যাক্ট' ভদ্রলোক, একজন দালাল এবং একটি বিপুল দেহ বিশিষ্ট ক্রোরপতি ব্যবসায়ী আর দুই তিনজন মহিলা রহিয়াছেন। ইভার বিবাহের এন্‌গেজ্‌মেণ্ট্‌-উপলক্ষে ব্যবসায়ী-পুঙ্গব এই ছোটখাটো ডিনার দিয়াছেন।

দালাল—যা' একখানা ষ্টিমার যোগাড় করেছি! ফার্ষ্ট্ ক্লাস্! কুণ্ডুদের সাথে আমার জানাশুনা আছে বলে সস্তায় করে দিলাম।

ভদ্রলোক—এতে আপনার কত টাকা থাকবে?

দালাল—আরে রাম, রাম, ইভা দেবীর বিয়ে, আর আমি নেব দালালি ! কি যে বলেন !

ভদ্রলোক—কিন্তু, টাকাটাতো দিচ্ছেন ইভাদেবীর ভাবী বর—আমাদের এই ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল্ ম্যাগ্‌নেট্ রামধন বাবু। [রামধন বাবুকে দেখাইয়া দিলেন]

রামধন বাবু দন্ত-বিকশিত করিলেন।

একটা টেবিলে দুইজন মহিলার সাথে বসিয়াছিল ইভা।

একজন—আচ্ছা ইভা এত লোক থাক্‌তে তুমি কোৎকা চেহারার ঐ লোকটাকে পছন্দ করলে ?

ইভা—কেন করব না ! ওর সব চেয়ে বেশী টাকা আছে।

দ্বিতীয়া—টাকার জন্য বিয়ে ?

ইভা—তবে কি প্রেমের জন্য ? তুমি কি মনে কর কোন পুরুষ ভালবাসার যোগ্য, তারা কি ভাল বাসতে পারে ?

প্রথম—আগে তো তোমার এ রকম ফিলজফি ছিল না।

ইভা—মানুষের সম্বন্ধে ধারণাও বদলায়, ফিলজফিও বদলায়।

প্রথম—কিন্তু একে নিয়ে সুখী হতে পারবে ?

ইভা—অসুখী হবার কারণ তো কিছু দেখছি না। একটার জায়গায় দুটো মটর গাড়ী।

অন্য টেবিলে।

ভদ্রলোক—আমাদের প্রমোদ-যাত্রাটি কবে হচ্ছে—'অর্থাৎ বরযাত্রা ?

রামধনবাবু—একুশে—দুপুরের দিকে রওনা হব ; পরদিন ভোরের বেলাটায় গিয়ে পৌছব ইভা দেবীদের দেশে।

ভদ্রলোক—আর বিয়েটা ?

দালাল—তেইশে ! মশাই প্রি-নাপ্‌শাল্ ডিনার খাচ্ছেন, বিয়েব তারিখটা জানেন না ! দেখবেন মশাই, জাহাজখানা কি রকম সাজানোর বন্দোবস্ত করেছি ফুল দিয়ে, আলো দিয়ে !

ভদ্রলোক— তাতে কতো কমিশন মারবেন ?

দালাল—কি যে বলেন ! রামধনবাবু আমাদের আপনার লোক— তা না হলে, ওটা আমাদের ব্যবসা বইকি !

চিন্ময়ী দেবীর বাড়িতে মানবের শোবার ঘর। মানব খবরের কাগজে একটা ধুতি ও একটা সার্ট জড়াইতেছে। যাত্রার আয়োজন। রাত্রি বোধ হয় দশটা হইবে। চিন্ময়ী দেবী মানবের অজ্ঞাতে আসিয়া দরজার সামনে দাঁড়াইয়া ব্যাপারটা লক্ষ্য করিতেছে। হঠাৎ মানবের সঙ্গে তাহার চোখাচোখি হইয়া গেল।

চিন্ময়ী— কাপড় জামা বাঁধছ যে বড় ?

মানব— ওঃ, আপনি এসে পড়েছেন! আপনার সঙ্গে দেখা হওয়াই উচিত ছিল না।

চিন্ময়ী—কেন?

মানব—আপনার অজ্ঞাতসারে আমি চলে যেতে প্রস্তুত হচ্ছিলাম; কেন না আমাকে যেতে হবে।

চিন্ময়ী—কেন?

মানব—তা বোধ হয় আপনি জানেন।

চিন্ময়ী—লোকে নিন্দা করছে বলে?

মানব—তাই আপনি! জানেন আমি ব্যক্তিগত ভাবে লোকনিন্দাকে ডরাই না।

চিন্ময়ী—শুধু আমার সম্মান রক্ষার জন্য চলে যাচ্ছ—এই তো?

মানব—তাই।

চিন্ময়ী—যা সত্য নয়, মানুষ তা নিয়ে উদ্ভট কিছু রটনা করবে ব'লে, আমাদের তার মূল্য দিতে হবে, তার কোন মানে আছে কি? তোমার আমার বয়সের এত পার্থক্য!

মানব—কিন্তু তবু তো মানুষ রটনা করে।

চিন্ময়ী—এটা ওদের স্বভাব।

মানব—কিন্তু, তাতে আপনার চাকরি যাবার সম্ভাবনা আছে।

চিন্ময়ী—যদি যায়, যাক।

মানব—তা যাবেই বা কেন? অকস্মাৎ আমি ঝড়ের মত আপনার ঘরে এসেছি ব'লে আপনার ঘর ভেঙে দিয়ে যাব?

চিণ্ময়ী—আমার ঘর! এই নিঃসঙ্গ একাকী জীবনকে আমার ঘর বলছ?—যাক না এ ঘর ভেঙে!

মানব—তবু তো এরই ছায়ায় বেঁচে ছিলেন এত দিন সম্মান নিয়ে, প্রতিষ্ঠা নিয়ে। আমি কেন আপনাকে নামিয়ে আনব ধূলায়?

চিন্ময়ী—তুমি আনবে কেন? কতগুলি লোক মিথ্যে রটনা ক'রে যদি আমাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে, এটাকে শুধু একটা দুর্ঘটনাই মনে ক'রে নেব। যদি চাকুরি যায়, আমার হাতে যথেষ্ট টাকা আছে—চল আমরা অন্য কোথাও গিয়ে থাকব—আমাদের স্নেহের সম্পর্ককে বিচূর্ণ হতে দেবো না।

মানব—সম্পর্কটা হয়ত বাইরের দিক থেকে স্নেহের, আসলে হয়ত···

চিন্ময়ী—তুমি কি বলতে চাচ্ছ, মানব, আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না! তুমি কি বলতে চাও? তুমি কি বলতে চাও আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না! আমার ব্যবহারে···

মানব—আপনার ব্যবহারে হয়তো কিচ্ছু প্রকাশ পায়নি চিন্ময়ী দেবী, হয়তো আপনি নিজেই জানেন না যে···

চিন্ময়ী—কি জানি না! বলতে চাও কি আমি তোমাকে ভালবাসি?

মানব—ভালবাসা অন্যায় নয়। স্নেহটাও এক প্রকার ভালবাসা। আপনি এই স্নেহের সীমা লঙ্ঘন করেন নি। আমি এর মর্যাদা দিই; মর্যাদা দিই বলেই মানুষের বিশ্রী নিন্দায় এই মর্যাদার কোন হানি হোক, আপনার কোন অসম্মান হোক, এ আমি চাই না।

চিন্ময়ী—এদের নিন্দা যেখানে পৌঁছবে না, চল না আমরা সেখানে চলে যাই।

মানব—সেটা বোধ হয় মৃত্যুর পরপারে; কিন্তু আপাততঃ মরতে আমি রাজী নই। আর দুনিয়াতে যেখানেই আমরা যাই না কেন, সেখানে মানুষ আছে—পরচর্চ্চা করবার মত প্রচুর অবসরও তাদের আছে। অতএব আমাকে চ'লে যেতেই হবে একা, যদিও আপনার স্নেহের ঋণ আমি কোন দিন ভুলতে পারব না।

চিন্ময়ী—তুমি কোথায় যাবে এত রাত্রিরে ?

মানব—সাড়ে দশটায় একটা ট্রেন আছে—সেই ট্রেনেই আপাততঃ চাপব ঠিক করেছি—কাল ভোরে সেই ট্রেন্ একটা গ্রামের ষ্টেশনে পৌছবে—বোধ হয় সেখানেই নামব।

চিন্ময়ী—এত জায়গা থাকতে একটা গ্রামে কেন ?—তোমার যা টাকার দরকার হবে, আমার কাছে থেকে নিয়ে যাও—তুমি বরঞ্চ পশ্চিমে কিছুদিন ঘুরে এস। সত্যি তোমার হঠাৎ একটা নির্দিষ্ট গ্রামে যাবার ঝোঁক হল কেন বুঝতে পাচ্ছি না।

মানব—হঠাৎ নয়, ও একটা দুর্নিবার আকর্ষণ! বোধ হয় কথাটা একটু সাহিত্যিক হয়ে গেল; কিন্তু এছাড়া আর কি ভাবেই বা ব্যক্ত করি বলুন?

চিন্ময়ী—সত্যি, অনেক সময় তোমার ভাষা বুঝতে পারি না, তোমাকেও না। যা'হোক আমাকে ভুলে যাবে না তো?

মানব—মুশ্‌কিল এই, ভুলে যাওয়াটা ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। এইখানে আপনার সঙ্গে প্রায় বিশ বছর পরে দেখা হলেও আপনাকে এই বিশ বছর ধরে মনে রাখতে বাধ্য হয়েছিলাম। প্রথম প্রেম ঠিক বলব না—প্রথম ভাল লাগাটা, সে আট বছরের ছেলের মনে এলেও, আঠাশ বছরেও তা ভুলে যাইনি দেখছি। এটা মনস্তত্ত্ব বা দর্শনের কথা নয়, এটা অভিজ্ঞতা।

চিন্ময়ী—তোমার সাহিত্যিক হওয়া উচিত ছিল।

মানব—কলম পেশার সময় আমার নেই, জীবন দিয়েই কাহিনী রচনা করে যাচ্ছি।

অপরাহ্ণ। পশ্চিমাকাশ কিছুটা লাল হইয়া আসিয়াছে। মণিদাসের মাঠ হইতে ফিরিয়া আসার বাকী আছে এখনও। মানব ও সুন্দরী বাড়ি হইতে কিছুটা দূরে একটা আড়াল-মত জায়গায় চুপিচুপি কথা কহিতেছিল।

সুন্দরী—নদীর ঘাটে আমাদের ডিঙি বাঁধা আছে—আপনি নৌকা বাইতে পারেন তো?

মানব—নৌকা বেয়ে এসেই তো তোমার তীরে ভিড়-
লাম।

সুন্দরী—তাহলে আমাদের দেরি করে লাভ কি?

মানব—আচ্ছা, তোমার স্বামীর জন্য একটু মায়া হয় না
সুন্দরী?

সুন্দরী—হয়, কিন্তু ওত একটা চাষা!

মানব—আর তুমি?

সুন্দরী—আমি সুন্দরী! আচ্ছা! আপনার বউয়ের
জন্য আপনার মায়া হয় না?

মানব—হয়।

সুন্দরী—তবে তাকে ছেড়ে এলেন কেন?

মানব—তুমি যে সুন্দরী!

দুই জনেই এক সঙ্গে হাসিয়া উঠিল।

নদীর বুকে সূর্যাস্তের রঙ লাগিয়াছে। ছোট্ট ডিঙি নৌকাতে মানব আর সুন্দরী। মানব নৌকা বাহিতেছে। সুন্দরী ঘনিষ্ঠ ভাবে তাহার কাছে বসিয়া।

মানব—আমরা কোথায় গিয়ে ভিড়ব জানো, সুন্দরী?

সুন্দরী—কোথায়?

মানব—বহু দূরে, বনের ধার দিয়ে নদী যেখানে গেছে,
সেইখানে।

সুন্দরী—বনে?

মানব—হাঁ, যেখানে মানুষ থাকে না, সভ্য মানুষ যেখানে
থাকে না, সেইখানে।

সুন্দরী—কেন, তুমিও তো সভ্য মানুষ।

মানব—আসলে আমরা কি জানো ?

সুন্দরী—কি, অসভ্য ?

মানব—না, আদিম ! পশ্চিম আকাশটা কালো হয়ে এসেছে না সুন্দরী ?

সুন্দরী—হাঁ, তাইতো ! যদি ঝড় আসে ?

মানব—ঝড়কে তুমি ভয় কর ?

সুন্দরী—হাঁ, যদি নৌকা ডুবে যায়, যদি মরে যাই !

মানব—মরতে তুমি চাও না ?

সুন্দরী—না না, আমি বাঁচতে চাই, তুমি আমি—সব !

মানব—কিন্তু, মানুষকে তো একদিন মরতে হবে !

সুন্দরী—তা হোক গে। তা ব'লে, আমি কেন মরতে যাব ? আমার এই বয়স ! তারপর···

মানব—তারপর তোমার এই ভরা যৌবন ! কিন্তু, তুমিও তো একদিন বুড়া হয়ে যাবে।

সুন্দরী—যখন হবো, তখন হবো। এই সব পণ্ডিতী কথা এখন রাখ ?

মানব—তা হলে এখন কি করব ?

সুন্দরী—তুমি যেন কিচ্ছু জানো না !

মানব—তা হলে কি হালটা ছেড়ে দেবো ?

সুন্দরী—দাও !

মানব—যদি নৌকা ডুবে যায়।

সুন্দরী—যাক !

নদীতে তখন ঢেউগুলি উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। বাতাস জোরে বহিতেছে। ঝড় প্রায় আসন্ন।

মানব—সত্যি সত্যি ঝড় এল নাকি ?

সুন্দরী—তাইত !

সত্যি সত্যি প্রবল বেগে ঝড় আসিয়া পড়িল। ঢেউয়ের দোলায় নৌকা ভয়ানক ভাবে দুলিতেছে। আতঙ্কিতা সুন্দরী মানবকে ব্যাকুল ভাবে জড়াইয়া ধরিয়াছে। ঝড়ের জন্য ও সুন্দরীর জড়াইয়া ধরার জন্যও মানব হাল ঠিক রাখিতে পারিল না। নৌকা উল্টাইয়া গেল—নৌকা ডুবিয়া গেল। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জলরাশির মধ্যে মানব ও সুন্দরী। দুজনেই সাঁতার জানে। কিন্তু সুন্দরী আর পারিয়া উঠিতেছে না। সুন্দরী ডুবিয়া যাইতেছে। মানব প্রাণপণ চেষ্টা করিল সুন্দরীকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য; কিন্তু সুন্দরী ডুবিয়া গেল। সুন্দরী ডুবিয়া গেল !

নিরুপায় মানব তখন তাহার বলিষ্ঠ বাহুর সাহায্যে আত্ম-রক্ষার উদ্দেশ্যে এক দিক পানে সাঁতরাইয়া চলিল।

এখন রাত্রি হইয়া আসিয়াছে। অন্ধকার। ঝড় থামিয়া গেছে। নদী-পথে একটা আলোক-সজ্জিত ষ্টিমার চলিতেছে। ইভার দল ইভাদের গ্রামে চলিয়াছে এই ষ্টিমারে। ইভা, ইভার বন্ধু-বান্ধবী ও ভাবী বর ধনী ব্যবসায়ীটি—সবাই আছে। তাছাড়া অনুচর, ষ্টিমারের সারেঙ্, খালাসী ইত্যাদি তো আছেই।

ষ্টিমারের সার্চ-লাইটে সন্তরণমান একটি লোক দেখিতে পাওয়া যায় নদীর জলে। ভাবী বর ও বন্ধু-বান্ধবী লইয়া ইভা তখন ডিনার খাইতে বসিয়াছিল একটা লম্বা টেবিল ঘিরিয়া। ওয়েটাররা খাদ্য-পরিবেশন করিতেছিল। এমন সময় হঠাৎ ষ্টিমার থামিয়া গেল। একজন খালাসী আসিয়া খবর দিল নদীর জলে একজন লোককে সাঁতরাইতে দেখা যাইতেছে।

সকলেই তখন খাওয়া ফেলিয়া উৎসুক হইয়া দৌড়াইয়া গেল

ষ্টিমারের নীচের ডেকে সামনের দিকে, যেখানে সার্চ্চ লাইটের আলোর পরিবেষ্টনীর মধ্যে নদীর জলে তখন মানব চরম ক্লান্তির মধ্যেও প্রাণপণে বাঁচিবার প্রচেষ্টা করিতেছিল। তারপর অতিশয় কোলাহলের মধ্যে যখন দড়ি ফেলিয়া কোন রূপে টানিয়াটুনিয়া মানবকে তোলা হইল, তখন তাহার চেতনা নাই।

মানবের অচৈতন্য দেহকে মণ্ডলের মত ঘিরিয়া ভিড় জমিয়া গিয়াছিল। সহসা ভিড়ের মধ্য হইতে ইভা বিস্ময় ও বেদনার সাথে চিৎকার দিয়া বলিয়া উঠিল। 'এ যে মানব!' তারপর ঝাঁপাইয়া সে পড়িল মানবের প্রায় গায়ের উপর। তাহার অন্তরের গভীর তলদেশ হইতে ব্যাকুল আহ্বান জাগিয়া উঠিল। 'মানব! মানব! ও মানব!' কিন্তু মানব চেতনাহীন।

বিস্ময় বিমূঢ় জনতা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল।

কথা বলিল ভাবী বর রামধনবাবু।

—একটা জলে-ডোবা মানুষকে নিয়ে এ কি আরম্ভ করলেন ইভা দেবী?

ইভা দেবী তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না। খালাসীদের লক্ষ্য করিয়া বলিল:

—একে নিয়ে চল আমার কেবিনে!

খালাসীরা মানবকে তুলিয়া লইল। তাহার অচৈতন্য দেহ লইয়া ইভা ও খালাসীরা আগে আগে চলিতে লাগিল। বিস্মিত 'ভিড়' তখন রামধনকে পুরোভাগে লইয়া তাহাদের অনুসরণ করিল।

ইভা দেবীর কেবিনে সজ্জায় শায়িত মানব এখনও চেতনাহীন। ইভা শুশ্রূষা করিতেছে, বাতাস করিতেছে। অসহ্য ব্যাকুলতা

তাহার মুখে, চোখে, চঞ্চলতায়। এই রকম অবস্থায় কয়েক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। ধীরে ধীরে মানবের চেতনা ফিরিয়া আসিতে লাগিল। মানব কথা কহিল।

মানব—সুন্দরী!

পুলকিতা ইভা তাহার মুখের কাছে মুখ আনিল।

মানব—সুন্দরী, তুমি! একি ইভা?

ইভা—মানব!

মানব—ইভা!

মানব ইভার হাত বুকে টানিয়া লইল।

উদয়োন্মুখ সূর্য। সমস্ত পূর্ব দিগন্ত লাল হইয়া গিয়াছে। ইভা ও মানব কেবিন হইতে বাহির হইয়া আসিল পাশাপাশি—ঘনিষ্ঠ ভাবে। বন্ধু-বান্ধবীরা তখন প্রায় সকলেই নিদ্রামগ্ন। কিন্তু ডেকের উপর এক কোণে একটা ক্যাম্পের খাটে রামধনবাবু জাগিয়া আছে। সে শায়িত অবস্থায়ই হতাশার সাথে লক্ষ্য করিল, ইভা ও মানব পূব দিকটায় গিয়া রেলিঙের ধারে পাশা-পাশি দাঁড়াইয়া সূর্যোদয় দেখিতেছে। প্রশান্ত নদীজলের বুক কাটিয়া তরতর করিয়া ছোট্ট ষ্টিমারখানি চলিয়াছে।

ইভা—আমাদের ভালবাসার রঙে আকাশ কেমন লাল হয়ে উঠেছে, দেখ!

মানব—আর ঐ দেখ নদীর জল কেমন রক্তময় হয়ে গেছে—লাল রক্ত—কামনার রঙে লাল!

বিস্মিত ভাবে ইভা মানবের মুখের দিকে তাকাইল।

প্রতিফলিত সূর্যালোকে নদীর জল একাংশে সত্যই রক্তাক্ত দেখাইতেছে।

শেষ